Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.70-72
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

কড়িখেলা

মৃণাল সিংহবাবু
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, শারীরশিক্ষা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The only traditional game of ancient India, which is associated with our social (marital) customs but the game is on the way to extinction.

Keyword: খেলার পদ্ধতি, খেলার চাল ও দান, বৈবাহিক রীতিনীতি তে কড়িখেলা।

খেলা (Play) হল শিশুর এমন এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত, আনন্দদায়ক, গঠনমূলক, আত্মনিয়ন্ত্রণকারী, স্বেচ্ছামূলকএবং স্বাধীন কার্যকলাপ বা ক্রিয়া, যার মাধ্যমে মানুষ সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করে। 'খেলা শিশুর জন্মগত অধিকার'। ইহা প্রকৃতপক্ষে শিশুদের অঙ্গ সঞ্চালন, যা তাদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করে। খেলা প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী রস বলেছেন, -''খেলা হলো আনন্দময় স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টিশীল কার্যক্রম, যার মাধ্যমে মানুষ সর্বোচ্চ মাত্রায় আত্মপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়।'' খেলার বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃতিগত ভাবে ইহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বর্জিত এবং কার্যগতভাবে বিকাশের সহায়ক, যা তাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে। নবজাতকদের খেলা বিশেষভাবেই ব্যক্তিগত হলেও শিশুদের খেলা সাধারণত দলবদ্ধ ও প্রথাগত শিক্ষা, আইনকানুন বর্জিত। শিশুরা তাদের সব ইচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং যে কোনো স্থানে খেলা করে। খেলা শুরু হয় শেষ হয় না। শিশুরা যত বিকশিত হয় তাদের খেলার ধরনও পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়। এই খেলা(Play)র পরিবর্তিত সংগঠিত ও কিছু নির্দিষ্ট আইন বা নিয়মকানুন নিয়ন্ত্রিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপকেই Games বলা হয়। পৃথিবীর সমস্ত শিশুরা প্রায় একই ধরনের খেলাতে অংশ নেয়। ভৌগলিক সামাজিক এবং উপাদান গত কারণে কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ভাষাগত কারণে নামেরও কিছু পরিবর্তন হয়।

গ্রামবাংলায় তে সমস্ত খেলাগুলি প্রচলিত সেগুলি হল - খেলাপাতি, সীতাহরন (বৌ-চুরি), ঝোড়লঝাপ্, কুমীরডাঙ্গা, আইস্- বাইস্, কিত্-কিত্, লুক্- লুকানি, হাডুডু(ধরাডুডু), খো- খো, বল- ব্যাটারি (পিট্টু), টিক্ ডাং (গুলিডাঙ্গা, লিপ্পা), গাদ্দি, দেড়্যা (নুন দ্যেড়্যা, আতিয়া পাতা), গুলতি (মার্বেল), ছাঁচ্-পাঁচ্, লাউকাটাকাটি, বাঘচালাচাল (বাঘ বন্দী, বাঘ ছাগল, বাঘচাল), পোঁকা বাছা, গুটি খেলা, সাতগোবাগোব, কড়িখেলা, দাবা, পাশা প্রভৃতি।

গভীর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রত্যেক খেলার সৃষ্টির কারিগর শিশুরাই (আধুনিক যুগে তৈরি কিছু গেমস যথা হ্যান্ডবল নেটবল, ভলিবল প্রভৃতি বাদে)। শিশুরা নিজের মতো করেই খেলা শুরু করে তাদের বুদ্ধি বিকাশের সাথে সাথে খেলারও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে থাকে , ও নিয়ম কানুন এর মধ্যে

আবর্তিত হয়ে গেমস্ এ পরিণত হয়ে স্থায়ী রূপ নেয় আবার কিছু কালের আবর্তে বিলীন হয়ে যায়। এইরূপ Indoor games হল কড়িখেলা। লুপ্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। ইহা সভ্রান্ত পরিবারের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী খেলা। পুরুষ ও মহিলা উভয়ই এই খেলায় অংশগ্রহণ করত। মূলত মধ্যাহ্ন আহারের পর দ্বী-প্রাহরিক নিদ্রা থেকে বিরত থাকার জন্য এই খেলা হত। এখনো অনেক প্রাচীন বাড়ির উঠোন বারান্দাতে, মন্দিরের সম্মুখে নাট মন্দিরে, আটচালাতে এই খেলার ছক দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণভাবে চক পেন্সিল বা খড়িমাটি দিয়ে ছক কেটে খেলা হয়। এছাড়াও বাঁকুড়া পুরুলিয়া মেদিনীপুর বিভিন্ন সম্প্রদায় মানুষজনের বৈবাহিক রীতির অন্যতম হলো এই কড়িখেলা। বর কনে কে কড়ি খেলানোর একটি বিশেষ রীতি আজও প্রচলিত আছে। যদিও ইহা নিয়ম রক্ষার রীতিতে পালন করা হয়। মুলখেলা খেলানো হয় না। অধিকাংশ মানুষ কড়িখেলার নিয়ম-কানুন ভুলে গেছেন। বয়স্কা মহিলাদের কাছ থেকে এর খেলার পদ্ধতি কিছু জানা যায়।

কড়িখেলার নিয়ম-কানুন:

1. ইহা Indoor Game
2. খেলোয়াড় সংখ্যা- কমপক্ষে দুজন সর্বোচ্চ চারজন।
3. খেলার উপকরণ - কড়ি সংখ্যা - আট(8)টি
4. খেলার গুটি - কমপক্ষে 4 অথবা 8টি
5. দান - হাতের মুঠোয় কড়ি নিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দেওয়াকে দান বলে। কড়ি যদি উপুড় হয়ে পড়ে অর্থাৎ পেট বা কাঁটা অংশ নিচের দিকে থাকে তাহলে শুন্য পয়েন্ট আবার যদি চিৎ হয়ে পড়ে অর্থাৎ কাঁটা অংশ বা পেট উপরের দিকে তাহলে এক পয়েন্ট। যদি সমস্ত কড়ই উপুড় হয়ে পড়ে তাহলে 16 পয়েন্ট, আর যদি সমস্ত কড়ি চিৎ হয়ে পড়ে তখন 8 পয়েন্ট।

এই খেলাতে চারজন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে (চিত্রানুসারে A,B,C,D) । A নামক খেলোয়াড় 8 কড়ি দুই হাতের তালুর মধ্যে নিয়ে একটু ঝাকিয়ে নিয়ে মেঝেতে বা মাটিতে ছড়িয়ে দেবে। যে পয়েন্ট হবে A তার 4 বা 8টি গুটি থেকে একটি নিয়ে তার ডান দিকে চালনা করবে। অর্থাৎ যত পয়েন্ট পেয়েছে তত ঘর ডানদিকে চালনা করবে। তারপর Aএর ডানদিকে বসে থাকা B ব্যক্তি কড়ি নিয়ে অনুরূপভাবে দুই হাতের তালুর মধ্যে কড়ি নিয়ে মাটিতে ছড়িয়ে দেবে। অনুরূপভাবে C, D কড়ি খেলবে এবং গুটি চালনা করবে। কোন খেলোয়াড় তার গুটির চাল চালনার সময় যদি অন্য খেলোয়াড়ের চালাগুটি থাকে, এমন ঘরে দাঁড়ায় তাহলে দ্বিতীয় খেলোয়াড়ের ওই দুটি কাটা যাবে এবং খেলা শুরুর ঘরে অর্থাৎ বসার ঘরে ফিরে আসবে। একে গুটি খাওয়া বা গুটিকাটা বলে। এইভাবে খেলোয়াড় তার গুটি গুলোকে প্রথম চক্র ঘুরিয়ে নিয়ে আসার পর দ্বিতীয় চক্রে প্রবেশ করবে। দ্বিতীয় চক্রে প্রবেশের পথ হল- বসার ঘর বা খেলা শুরুর ঘরের আগে যে ক্রস চিহ্ন যুক্ত ঘর আছে সেখান থেকে প্রবেশ করবে।

এইভাবে খেলা চলতে চলতে দ্বিতীয় চক্রের শেষে ক্রস চিহ্নযুক্ত ঘরের মধ্য দিয়ে তৃতীয় চক্রে প্রবেশ করবে। তৃতীয় চক্রে এক রাউন্ড ঘোরার পর, বসার ঘরের বা শুরু ঘরের সম্মুখে যে বিশেষ চিহ্নযুক্ত ঘর রয়েছে সেই ঘরের মধ্য দিয়ে ফাইনালে বা সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছবে। একে গুটি উঠে যাওয়া বলে। সঠিক সংখ্যক পয়েন্ট না পেলে তৃতীয় চক্রে উক্ত গুটি চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে। এইভাবে 8টি / 4টি গুটি ফাইনাল ঘরে যে খেলোয়াড়ের পৌঁছবে, সেই খেলোয়াড় বিজয়ী হিসেবে পরিগণিত হবে।

পূর্বে যৌথ পরিবার কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শ্রমবিভাজনের ফলে অনেকখানি অবসর তারা উপভোগ করতে পারতেন। অবসর সময়ে বিনোদনমূলক (Recreational activities) ক্রিয়াকলাপ হিসেবে সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করতেন। যা তাদের শারীরিক, মানসিকভাবে উৎফুল্ল করতো ও সামাজিকভাবে তাদের একাত্ম করতো। দৈনন্দিন একঘেয়েমি জীবনে নতুন প্রাণশক্তি প্রদান করত এবং পরবর্তী কর্মে নিযুক্ত হতে উদ্দীপ্ত করতো। বর্তমান আধুনিকতার ছোঁয়ায়, যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যাওয়ায়, এবং কর্মব্যস্ত জীবনে ও নানান মনোরঞ্জন মাধ্যম উপলব্ধ হওয়ার কারণে কড়িখেলা কালের অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে।

তথ্য সংগ্রহ:

১) সিমলাপাল রাজবাড়ী
২) ভালাইডিহা রাজবাড়ী
৩) অরুণা সিংহবাবু
৪) ক্ষ্যান্তবালা সিংহবাবু